ভোরের কাগজ
তারিখ ০৩ ... ২০০২
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর অফিস

মানসুরা হোসাইন : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ভারপ্রাপ্ত উপ-উৎপাদন নিয়ন্ত্রক নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগের ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এনসিটিবিতে গ্রন্থাগারিক থাকাকালে এবং এর আগে নানা সময়ে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে নূরুল ইসলামের সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে।

এনসিটিবির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নূরুল ইসলামের নামে আদালতে প্রায় ১৫ থেকে ১৬টি মামলা আছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এই অভিযোগগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮ অক্টোবর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। তদন্তের ফলাফল ২০ নভেম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে বলা হয়েছে।

এনসিটিবির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপ-উৎপাদন নিয়ন্ত্রক নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে চুরি এবং প্রতারণা মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে এ বছরের ২১ আগস্ট। প্রিন্ট ওয়েল প্রেসের ঠিকাদার দবির উদ্দিন মুন্সী এ মামলাটি করেছিলেন গত ২২ মে। এজাহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, নূরুল ইসলাম এ বছরের প্রথমদিকে দবির উদ্দিন মুন্সীর কাছ থেকে ছলচাতুরী করে ৯০০ রিম কাগজ এবং ৭৫ রিম কভার কাগজ আত্মসাৎ করেছেন ও তাকে ভুয়া কাগজপত্র প্রদান এবং ভুল তথ্য দিয়েও হয়রানি করেছেন।

ঐ মামলার তদন্তে বাদী দবির উদ্দিন মুন্সী জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ২০০১ সালের প্রাথমিক স্তরের বই ছাপানোর জন্য কাজ পান এবং বই ছাপানোর জন্য এনসিটিবির বিধান মোতাবেক কাগজ গ্রহণ করেন। আসামি নূরুল ইসলাম তখন এনসিটিবির লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি শিগগিরই উৎপাদন শাখায় বদলি হয়ে যাচ্ছেন— এই মিথ্যা তথ্য দিয়ে দবির উদ্দিনের কাছ থেকে ঐ ৯৭৫ রিম কাগজ প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন

জানা যায়, এনসিটিবিতে নূরুল ইসলাম স্বঘোষিতভাবে চেয়ারম্যানের সমান ক্ষমতাধর হিসেবে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট সূত্র

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে

● শেষের পাতার পর

জানিয়েছে ১৯৯৬ সালে পাঠ্যপুস্তক সংকটের সময় নূরুল ইসলাম বোর্ডের চাহিদার অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়ে 'বাফারস্টক' সৃষ্টি করে বোর্ডের কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি করেছিলেন। জানা যায়, নূরুল ইসলাম ১৯৭২ সালে এডহক ভিত্তিতে বোর্ডে নিম্নমান সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে চাকরিতে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯৯২ সালে ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি হয় এবং উৎপাদন শাখার সহকারী উৎপাদন নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিয়োগ পান। এসিআর-এ অধিক নম্বর যোগাড় করে ১৯৯৫ সালে ১৩ জনকে অতিক্রম করে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে বাজেট অ্যান্ড অডিট অফিসার হিসেবে নিয়োগ পান।

১৯৯৭ সালে নূরুল ইসলামের দুর্নীতিমূলক কাজের জন্য তৎকালীন চেয়ারম্যান সায়ীদুল হক তাকে সাসপেন্ড করেন। তারপর পরবর্তী চেয়ারম্যান শওকত আলী নূরুল ইসলামকে প্রথমে বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে লাইব্রেরিয়ান করেন এবং পরে সাসপেন্ড করেন।

জানা যায়, চেয়ারম্যান শওকত আলী নূরুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়ার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করলেও প্রভাব খাটিয়ে নূরুল ইসলাম উক্ত প্রস্তাবের কপি সংগ্রহ করে হাইকোর্টে রিট করে নিষেধাজ্ঞা জারি করান। নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ডপত্র বোর্ডের অন্য একজন কর্মকর্তার সহায়তায় গায়েব করা হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, চাকরির প্রথম থেকেই অবৈধ এজেন্সি ব্যবসার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন এবং অন্যরা এ ব্যবসায় প্রলুব্ধ হওয়ায় এজেন্টদের মাধ্যমে পাঠ্যবই সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে। তখন সরকার বাধ্য হয়ে ঐ পদ্ধতি বাতিল করেছিল।

এনসিটিবির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মচারী জানান, নূরুল ইসলাম অর্থের জোরে ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছিলেন এবং বাঁধাই কারখানা ও বোর্ডের সঙ্গে ব্যবসায় জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে বেশ মোটা অংকের টাকা উপার্জন করেছেন। ইউনিয়নের নামে চাঁদা নিলেও তার কোনো হিসাব রাখা হয়নি বলে জানা যায়।

মামলার চার্জশিট প্রদান এবং অন্যান্য অভিযোগ প্রসঙ্গে মোঃ নূরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমার নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। চার্জশিট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমিও শুনেছি যে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এ মামলার বাদী দবির উদ্দিন মুন্সীর বিরুদ্ধেই বোর্ডের মামলা রয়েছে। তিনি জানান, এ মামলার সাক্ষী এনসিটিবির প্রধান হিসাবরক্ষক শান্তি গোবিন্দর (নন্দি) বিরুদ্ধেও একাধিক মামলা রয়েছে ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের জন্য। এই সংক্রান্ত অনেকগুলো মামলা থাকলেও গোবিন্দ এ পর্যন্ত শুধু একটি মামলায় শাস্তি পেয়েছে। অন্য মামলাগুলো বোর্ড তদন্ত করছে না। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শান্তি গোবিন্দ দীর্ঘদিন ধরে ভারতে অবস্থান করছেন।

নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলার বাদী দবির উদ্দিন মুন্সীর সঙ্গে অনেক চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা যায়নি। দবির উদ্দিনের বাসার সূত্র অনুযায়ী তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকার বাইরে অবস্থান করছেন।